ঝিনাইদহে কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী মেলার উদ্বোধন

যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহে তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী মেলা শুরু হয়েছে।

সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়াল।

কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর ঝিনাইদহের উদ্দ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি ও আধুনকি উদ্ভাবন কৃষকদের মাঝে তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, সদর উপজেলা কৃষি অফিসার নূর-এ-নবী ও সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুল হাই সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানর প্রধান অতিথি আব্দুল আওয়াল বলেন, এই মেলার মাধ্যমে কৃষকরা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে এবং তা মাঠপর্যায়ে প্রয়োগ করে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে পারবে।

তিনি বলেন, কৃষি ব্যবস্থা আধুনিকায়ন হলে কৃষককে চাষে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করা সম্বভব হবে। প্রদর্শনীতে আধুনিক সবজি, ফলসহ ড্রোন প্রযুক্তি, জলবায়ু সহনশীল শস্য উৎপাদন, জৈব সার, আধুনিক সেচ ব্যবস্থা ও স্মার্ট কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে স্টল বসানো হয়।

মেলায় অংশ নেওয়া কৃষক মহিউদ্দীন জানান, নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানার পাশাপাশি তারা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহায়তার বিষয়েও ধারণা পেয়েছেন।

উপজেলা কৃষি অফিসার নূর-এ-নবী জানান, মেলাটি কৃষি খাতে টেকসই উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মেহেরপুরে “তারুণ্যের উৎসব” উপলক্ষে সেমিনার ও প্রদর্শনী

মেহেরপুরে “তারুণ্যের উৎসব ২০২৫” উদযাপন উপলক্ষে উদ্ভাবনী টেকসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টায় মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. সুরমান আলী, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (বিসিএসআইআর) সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার মাশরাফি বিন মোবারক।

ইউআরবি ইন্সট্রাক্টর মো. আব্দুল মতিনের সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার ড. মৌসোনা ইসলাম।

এছাড়াও মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) অধ্যক্ষ আরিফ হোসেন তালুকদার, সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আঁখি, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আনজুমান আরা,
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মনিরুল ইসলাম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মো. তাজবীর আহমেদসহ শিক্ষক, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে পাঙ্গাস মাছ চাষ প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যান সমিতির অধীনে সংগঠিত সংস্থার সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্য খাতের আওতায় উত্তম ব্যবস্থাপনায় অফ-ফ্লেভার মুক্ত পাঙ্গাস মাছ চাষ প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ করেছে সংস্থাটি।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ রোকনুজ্জামান, পিএসকেএসের উপ-পরিচালক মোঃ কামরুল আলম, পিএসকেএসের মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ ইকরামুল হাসান ও সহকরী মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ খালেদ কবির সহ সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সদস্যবৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠান হতে মৎস্য চাষীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সৌজন্যে মুজিব চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের সৌজন্যে মেহেরপুর সিনেমা হলে মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

শনিবার ২১ অক্টোবর বিকালে মেহেরপুর সিনেমা হলে প্রদর্শিত সিনেমাটি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের সকল নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের নিয়ে একসঙ্গে উপভোগ করেন।

মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রটি দেখার পর মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন এই সিনেমাটার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছুর শিক্ষা অর্জন করেছি। এই সিনেমার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি একজন সঠিক নেতা হতে হলে কতটুকু পরিশ্রমী, ত্যাগী হওয়ার প্রয়োজন যা আমরা বঙ্গবন্ধুর মধ্যে খুঁজে পাই। আমি সকলকে আহ্বান করবো এই সিনেমাটা দেখার জন্য।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান বলেন প্রত্যেকটা মানুষকে আহ্বান করবো বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে জানতে হলে তার আদর্শকে জানতে হলে এই মুজিব একটি জাতির রুপকার সিনেমাটা দেখা খুবই জরুরি ও অত্যাবশ্যক।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি হাজী সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির জামান মৃদুল, জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ সহ মেহেরপুর জেলা যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।

কোটচাঁদপুরে শখের লাট সাহেবের মূল্য লাখ টাকা, প্রদর্শনীতে অর্জন প্রথম পুরস্কার

শখের ছাগল। নাম তাঁর লাট সাহেব। মূল্য হবে লাখ টাকা। বলছেন ছাগল মালিক নাহিদ হাসান। গতকাল বৃহস্পতিবার এ ছাগলটির দেখা মিলেছে কোটচাঁদপুর প্রাণী সম্পদ অফিসের প্রদর্শনী মেলায়।

তিনি বলেন,ছোট বেলা থেকে পশু পালন করে আসছি। যার মধ্যে ছিল ইদুর,খোরগোশ,টিয়া। তবে সে গুলো লাভ জনক ছিল না। শখ করে পালন করতাম। ওইগুলো দেখে মা বলতেন, শখের জন্য পালন করলেও লাভ হবে এমন পশু পালন করতে হবে।

মায়ের কথা শুনে ইউটিউবে সার্জ দিলাম। চোখে পড়ল হাইব্রীড জাতের কিছু ছাগল। এরমধ্যে বেশি পছন্দ হয় এ ছাগলটি। গেল দুই বছর হল ছাগলটি ৫ হাজার টাকা দিয়ে নাটোর থেকে কিনে ছিলাম। এরপর থেকে অতি যত্নে পালন করছি ছাগলটি। এ ছাড়া আরো অন্য জাতের ছাগল রয়েছে। তবে মূল লক্ষ্য তাঁর উপর।

তিনি বলেন, এ ছাগলটি তোতাপুরির সঙ্গে যমুনা পাড়ির সংমিশ্রণ (হাইব্রিড)। ছাগলটির বর্তমান ওজন ১ শ কেজি হয়েছে। মাংসে ধরলে ৬০/৭০ কেজি হবে। বাজার মূল্য অনুযায়ী দাম ৭০/৮০ হাজার হবে। তবে এখনই ছাগলটি বিক্রি করছিনা। মূলত এ ধরনে ছাগল দুই ঈদ উৎসবে বিক্রি করলে ভাল দাম আসে। তবে আমার ইচ্ছে লাখ টাকার মত দাম পেলে ছাগলটি বিক্রি করার ইচ্ছে আছে।

নাহিদ আরো বলেন, গেল ৫ বছর ধরে আমি এ ধরনের ছাগল পালন করে আসছি। তবে এর আগে এত বড় ধরনের ছাগল হয়নি। আর এত দামেরও আশা করিনি।

মেলায় তোলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার ছাগলটি অনেকে দেখেছেন। ওরাই আমাকে জানায় প্রদর্শনীর মেলার কথা। খবর শুনে মেলায় আনা। এ ছাড়া মানুষ কে উৎবুদ্ধ করাটাও ছিল আমার আরেকটি লক্ষ্য। যাতে করে অনেকে আমার মত শখ করে পালন করে লাখ টাকা বিক্রির স্বপ্ন দেখে।

নাহিদ হাসান, কোটচাঁদপুর নারান বাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। সে ওই গ্রামের মশিয়ার রহমানের ছেলে। সে কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত। মেলায় ছাগলটি প্রদর্শনী করিয়ে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছেন ওই যুবক।

কুমারখালীতে বঙ্গবন্ধুর

ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর প্রদর্শনী উদ্বোধন

সাধারণ মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, অধিকার আদায়ের আন্দোলন, সংগ্রাম এবং তার কর্মজীবনের গল্প পৌঁছে দিতে দেশে কুষ্টিয়া কুমারখালীতে প্রথমবারের মতো চালু হয়েছে ভ্রাম্যমাণ বঙ্গবন্ধু রেল জাদুঘর।

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর’ নামের এ জাদুঘরটি ২৫ ও ২৬ শে আগস্ট কুমারখালী রেলস্টেশনে প্রদর্শনের জন্য চালু করেছে।

গত ২৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাদুঘরের উদ্বোধন করেন। পরে সোমবার (১ আগস্ট) রেলপথমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গোপালগঞ্জ স্টেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে কোচ দুটির প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। একটি ব্রডগেজ এবং একটি মিটারগেজ কোচ নিয়ে তৈরি হয়েছে এই ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর।

ভ্রাম্যমাণ এ রেল জাদুঘর দেশের বিভিন প্রান্তে থাকা স্টেশনগুলোতে প্রদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকবে। ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর দেখতে আসা অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রাকীব বলেন, ট্রেনের বগিতে এই জাদুঘরে দেখে অনেক ভালো লাগছে।

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যা জানতাম না এখানে এসে সেই গুলো জানতে পারছি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এরই মধ্যে ঢাকা থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত রেল জাদুঘরটির ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, মিটার গেজ শুরু হয় চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে আর ব্রডগেজ শুরু হয় গোপালগঞ্জ স্টেশন থেকে। জাদুঘর দুটিতে বঙ্গবন্ধুর জীবনের ওপর নির্মিত তথ্যবহুল ও মনোমুগ্ধকর ১২টি পৃথক চিত্র ও দুর্লভ আলোকচিত্রের সমন্বয়ে সাজানো হয়েছে। জানা গেছে, দুটি কোচের একটি থাকবে দেশের পূর্বাঞ্চলে অন্যটি থাকবে পশ্চিমাঞ্চলের রেলস্টেশনে।

বৃহস্পতিবার কুমারখালী রেলস্টেশন প্রাঙ্গনে দুইদিন ব্যাপী রেল জাদুঘর প্রদর্শনের শুভ উদ্বোধন করা হয়।করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমিতির সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা এটিএম আবুল মনসুর মজনু, রাজবাড়ি রেলওয়ে নিরাপত্তাবাহিনীর পরিদর্শক মিঞা মো. আল মামুন, কুমারখালী রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার মো. শফিকুল ইসলাম, উপজেলা য্বুলীগের দপ্তর সম্পাদক মনোয়ার হোসেন প্রমূখ।

কুমারখালী উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল জাদুঘর পরিদর্শনে এসে বলেন, জাদুঘরটিতে ১৯২০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জাতির পিতার ঐতিহাসিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ, সংগ্রামী ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ দর্শনার্থীরা টাচ স্ক্রিনে আঙুল স্পর্শ করতেই ভেসে আসবে বঙ্গবন্ধু ছবি, ভাষণ, তার জীবনের নানা দিক-নির্দেশনা।

আমি শুনেছি প্রায় দেড় বছর সময় ধরে এটি তৈরি করা হয়েছে। দেশের ৮০ শতাংশ রেলস্টেশন গ্রাম-বাংলায় ছড়িয়ে রয়েছে। প্রান্তিক মানুষের কাছে জাতির পিতার ঐতিহাসিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ, শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এ জাদুঘর।